বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো)-এর খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার বৃদ্ধির আবেদনের ওপর কমিশন আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১০/০৩

তারিখ : মার্চ ০২, ২০১০

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)

১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

বাংলাদেশ

www.berc.org.bd

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ সংখ্যা				পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ	১	:	কমিশনের সিদ্ধান্তের সার-সংক্ষেপ	১
অনুচ্ছেদ	২	:	আবেদন প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির বিবরণ	২
অনুচ্ছেদ	৩	:	খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার বিষয়ে কমিশনের আদেশ	৩
অনুচ্ছেদ	৪		কমিশনের নির্দেশনাসমূহ	৪
পরিশিষ্ট - ক		:	খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার, সার্ভিস চার্জ ও ডিমান্ড চার্জ এর পুনর্নির্ধারিত হার	৭

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
বিইআরসি আদেশ # ২০১০/০৩
তারিখ ঃ মার্চ ০২, ২০১০

বিষয় ঃ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেডকর্তৃক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৩৪(৬) অনুসারে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবসম্বলিত অক্টোবর ৩০, ২০০৮ তারিখের আবেদনের ওপর প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশ।

অনুচ্ছেদ ১ ঃ কমিশনের সিদ্ধান্তের সার-সংক্ষেপ

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর ৩৩ কেভি বাল্ক সাপ্লাই ট্যারিফ অক্টোবর ০১, ২০০৮ হতে ইউনিট প্রতি টাকা ২.১৬০৯ হতে বৃদ্ধি করে টাকা ২.৪৪৫২ (হুইলিং চার্জ ব্যতীত) নির্ধারণ করায়, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (কমিশন অথবা বিইআরসি) এর লাইসেন্সী ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো)-এর বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ বছরে প্রায় ৩৯.৬৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে বলে অক্টোবর ৩০, ২০০৮ তারিখের আবেদনে কমিশনকে অবহিত করে। বিদ্যুৎ ক্রয়মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্রাহকপর্যায়ে ট্যারিফ পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে ওজোপাডিকো-এর আবেদনটি কমিশন বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

কমিশন ওজোপাডিকো-এর সেবার মান বৃদ্ধি বিষয়ে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসহ প্রদত্ত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খাতের বিষয়ে ধারণা স্বচ্ছ করার জন্য স্থায়ী সম্পদের তফসিল ও তাদের ইউটিলিটি প্লান্ট-ইন-সার্ভিসের বিস্তারিত বিবরণী প্রদান, গ্রাহক শ্রেণীভিত্তিক ব্যয় বন্টনের হিসাব, প্রাত্যহিক লোড শেডিং এর ত্রৈমাসিক বিবরণ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে শর্তারোপ করে গ্রাহক পর্যায়ে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত প্রদান করে। ওজোপাডিকো যাচিত তথ্যাদি কমিশনকে প্রদান করায় কমিশনের পর্যালোচনায় বর্ধিত মূল্যে পাইকারী বিদ্যুৎ ক্রয়জনিত অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে, সেবার গুণগত মান উন্নতি করতে, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে, বিদ্যুতের অপব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে, প্রী-পেইড মিটার চালু করতে, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের দ্বারা বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে ও ভান্ডার ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ করতে অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন।

উপস্থাপিত সকল লেখ্য প্রমাণ, শুনানীতে প্রদত্ত মন্তব্য ও কমিশন স্টাফের বিশ্লেষণ, দেশের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা ও বিবেচনান্তে কমিশন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ওজোপাডিকো-এর বিদ্যুৎ সরবরাহ দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার কিছুটা বৃদ্ধির যৌক্তিকতা রয়েছে। সে অনুসারে কমিশন ওজোপাডিকো-এর বর্তমান হারের অতিরিক্ত খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার ভারিত গড়ে (Weighted Average) ৫.৯৮ শতাংশ বৃদ্ধিসহ ডিমান্ড চার্জ ও সার্ভিস চার্জ ন্যূনপরিমাণে বৃদ্ধি অনুমোদন করছে।

অনুচ্ছেদ ২ ঃ আবেদন প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির বিবরণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (আইন) এর ধারা ২(ল) এবং ধারা ২৭(২) অনুযায়ী ওজোপাডিকো কমিশনের লাইসেন্সী। ওজোপাডিকো স্মারক : হি-২৪/ ওজোপাডিকোলিঃ/২০০৮/৩৯৫৯, তারিখ ঃ অক্টোবর ৩০, ২০০৮ এর মাধ্যমে আইনের ধারা ৩৪(৬) অনুসরণ করে কমিশনকর্তৃক গ্রাহকপর্যায়ে বিদ্যুতের খুচরা বিক্রয় মূল্যহার গড়ে ১৫.১৮ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাবসম্বলিত আবেদন কমিশনে দাখিল করে।

ওজোপাডিকো-এর বিদ্যুতের মূল্যহার অনুমোদন আইনের ধারা ২২(খ) এবং সাধারণভাবে আইনের অধ্যায়-৬ এবং অধ্যায়-৭ এর আওতায় কমিশনের এখতিয়ারাধীন। অধিকন্তু, আইনের ধারা ২২(খ) এবং ধারা ৩১ অনুযায়ী ওজোপাডিকো তাদের প্রদত্ত সেবার মান বজায় রাখা, নিরাপত্তা বিধান করা এবং দক্ষতার সঙ্গে, সুচারুভাবে, সমন্বিত উপায়ে ও স্বল্পব্যয়ে বিদ্যুৎ বিপণন নিশ্চিত করার বিষয়টিও কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত।

ওজোপাডিকো-এর অক্টোবর ৩০, ২০০৮ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে ট্যারিফ পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে আইনের ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী অন্বেষণ, বিচার-বিশ্লেষণ এবং ওজোপাডিকো ও আগ্রহী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলপক্ষের শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে কমিশন ওজোপাডিকো-এর আবেদনকৃত বিদ্যুতের খুচরা বিক্রয় মূল্যহার পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সাথে সেপ্টেম্বর ০১, ২০০৯-এর মধ্যে ওজোপাডিকো-এর দু' থেকে পাঁচ বছরের বিনিয়োগ পরিকল্পনা, কী পরিমাণ অর্থ তাতে ব্যয় করা হবে এবং তা থেকে কী সুফল আসবে তার বিস্তারিত বিবরণ, ওজোপাডিকো-এর স্থায়ী সম্পদের তফসিলসহ (fixed asset schedule) তাদের ইউটিলিটি প্লান্ট-ইন-সার্ভিস (utility plant-in-service) এর বিস্তারিত বিবরণ এবং গ্রাহকশ্রেণীভিত্তিক ব্যয় বন্টনের হিসাব, জুলাই ০১, ২০০৯ থেকে প্রাত্যহিক লোড শেডিং এর ত্রৈমাসিক বিবরণ এবং লোড শেডিং হ্রাস ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ কমিশনে দাখিলের আদেশ দেয়া হয়।

উক্ত আদেশে প্রদত্ত শর্তানুযায়ী ওজোপাডিকো-এর স্মারক নং- হি-২৪/ওজোপাডিকোলিঃ/২০০৯/৫৬৯, তারিখঃ আগস্ট ৩১, ২০০৯; স্মারক নং- হি-২৪/ওজোপাডিকোলিঃ/২০০৯/৭০৫, তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৯, ২০০৯; স্মারক নং- হি-২৪/ওজোপাডিকোলিঃ/২০০৯/১০০২, তারিখঃ অক্টোবর ১৫, ২০০৯ এর মাধ্যমে ২০১০-২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ে তাদের বিনিয়োগ পরিকল্পনা, ইউটিলিটি প্লান্ট-ইন-সার্ভিস এবং যন্ত্রাংশের সমন্বিত তালিকা যথা- জমির পরিমাণ, ৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা, ৩৩/১১/০.৪০ কেভি ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের তালিকা, পাওয়ার ট্রান্সফরমার এর সংখ্যা, ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাসেট-ল্যান্ড, ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাসেট-বিল্ডিং, যানবাহনের তালিকা, অন্যান্য ফিক্সড অ্যাসেটের তালিকা ও ভোক্তাওয়ারী খরচের বিবরণী এবং প্রাত্যহিক লোড শেডিং সংঘটিত হওয়ার ত্রৈমাসিক বিবরণ প্রদান করেছে। সেই সাথে ওজোপাডিকো গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নেয়া ব্যবস্থাদির বিষয়ও কমিশনকে অবহিত করেছে।

কমিশনের চাহিদানুসারে ওজোপাডিকো যাচিত তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করেছে। কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, বর্ধিত মূল্যে পাইকারী বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়জনিত অর্থ ওজোপাডিকো না পেলে তাদের সেবার গুণগতমানের উন্নতির সুযোগ থাকবে না। কমিশনের কাছে গণশুনানীতে প্রদত্ত মন্তব্য পর্যালোচনা করে কমিশনের মনে হয়েছে, ওজোপাডিকো-এর বিদ্যুৎ বিতরণ এলাকার সেবার মান উন্নয়ন করা, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করা, বিদ্যুতের অপব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রী-পেইড মিটার চালু করা, সঠিক মানের যন্ত্রপাতিসহ আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতি করা, ভান্ডার ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ করে

অব্যবহৃত মূলধন নিয়ন্ত্রণ করা, ভোক্তাদের অভিযোগ নিরসনের প্রচেষ্টায় জবাবদিহিতা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা খুবই জরুরী। এছাড়াও লোড শেডিং সম্পর্কে ভোক্তাদের আগাম নোটিশ প্রদানের ব্যবস্থা চালু করণের দাবীও যথাযথ বলে প্রতীয়মান হয়েছে যা কার্যকর হলে ভোক্তারা প্রাপ্ত বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে নিজ নিজ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। ঐ সকল কাজের জন্যও অর্থের প্রয়োজন।

কমিশন ইতোমধ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো) এর আওতাধীন সমিতিসমূহের খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার বৃদ্ধি করেছে। লক্ষ্যণীয়, ওজোপাডিকো-এর বিতরণ এলাকার মধ্যে বা পাশেই কিছু কিছু স্থানে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিতরণ এলাকা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ওজোপাডিকো-এর বিদ্যুৎ বিতরণ এলাকায় খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার বৃদ্ধি করা না হলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্রশিল্প এবং বৃহৎ শিল্পগুলো অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। কমিশন আরও দেখেছে যে, আবাসিক শ্রেণীর গ্রাহকদের প্রথম ধাপে (১-১০০ ইউনিট) বিদ্যুৎ ব্যবহার ওজোপাডিকো-এর ক্ষেত্রে সর্বাধিক। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের সংখ্যা ও বিদ্যুৎ ব্যবহার অন্যান্য সংস্থার তুলনায় ভিন্নতর। সর্বোপরি প্রতি কিলোমিটার বিতরণ লাইনের বিপরীতে গ্রাহক সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষাকৃত নিম্ন। এ সকল কারণে এই সংস্থার রাজস্বের পরিমাণ কম।

উক্ত সকল বিষয় গভীরভাবে বিবেচনায় এনে কমিশন ওজোপাডিকো-এর প্রশাসনিক কর্মকান্ডে দক্ষতা-স্বচ্ছতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা, মান উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, চুরি ও অপচয় রোধে সঠিক মিটারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিতকরণসহ পাইকারী বিদ্যুৎ ক্রয়জনিত অতিরিক্ত অর্থ সমন্বয়ের জন্য ওজোপাডিকো-এর বর্তমান হারের অতিরিক্ত বিদ্যুতের খুচরা বিক্রয় মূল্যহার ভারিত গড়ে (Weighted Average) ৫.৯৮ শতাংশ বৃদ্ধিসহ ডিমান্ড চার্জ ও সার্ভিস চার্জ ন্যূনপরিমাণে বৃদ্ধি ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত মনে করছে।

গণশুনানীতে গ্রাহক সেবার মান বাড়ানো, নিরাপদ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফ্রিকোয়েন্সি কমানো ইত্যাদি বিষয়ে দাবী উত্থাপিত হয়েছে। গ্রাহক সেবার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফ্রিকোয়েন্সি ও স্থায়িত্ব ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে আনা, নির্ধারিত সময়ে বিল জারী ও গ্রাহককর্তৃক বিল পরিশোধের তথ্য সংরক্ষণ, পরিচালন ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে মালামালের মজুদ রাখা প্রভৃতি বিষয় নিশ্চিত করণের জন্য ওজোপাডিকো-এর খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার পূর্বের আদেশের ধারাবাহিকতায় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা সহকারে বৃদ্ধি করা হলো।

অনুচ্ছেদ ৩ ঃ খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার বিষয়ে কমিশনের আদেশ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের জারীকৃত বিইআরসি আদেশ # ২০০৯/০৫ তারিখঃ এপ্রিল ২৩, ২০০৯-এ প্রদত্ত শর্ত পূরণ হওয়ায় কমিশন ওজোপাডিকো-এর খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করছে, যা মার্চ ০১, ২০১০ তারিখ হতে পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। মূল্যবৃদ্ধির বিস্তারিত বিবরণ এতদ্‌সঙ্গে যুক্ত পরিশিষ্ট-ক তে দ্রষ্টব্য।

- আবাসিক শ্রেণীর ০০ -১০০ কি.ও.ঘ. ধাপ (slab) -এ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার ৪.০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

  আবাসিক শ্রেণীর ১০১ -৪০০ কি.ও.ঘ. ধাপ (slab) -এ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার ৪.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

  আবাসিক শ্রেণীর ৪০১ কি.ও.ঘ. বা তার উর্দ্ধের ধাপ (slab) -এ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার ৭.৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

আবাসিক শ্রেণীর গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রতি গ্রাহকের বিপরীতে ডিমান্ড চার্জ কিলোওয়াট প্রতি ২.০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ১-ফেজ সংযোগের ক্ষেত্রে ১.০০ টাকা এবং ৩-ফেজ সংযোগের ক্ষেত্রে ২.০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

- কৃষি কাজে ব্যবহৃত সেচপাম্প গ্রাহকের ক্ষেত্রে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার ও অন্যান্য চার্জ অপরিবর্তিত থাকবে।

- ক্ষুদ্র শিল্প শ্রেণীর ফ্ল্যাট, অফ-পীক সময় এবং পীক সময় ধাপ (slab) -এ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার যথাক্রমে ৮.২১ শতাংশ, ৯.৩৮ শতাংশ এবং ৫.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও ডিমান্ড চার্জ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কি.ও. প্রতি ২.০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ৩.০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

- অনাবাসিক (আলো ও বিদ্যুৎ) শ্রেণীতে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার ও অন্যান্য চার্জ অপরিবর্তিত থাকবে।

- বাণিজ্যিক শ্রেণীর ফ্ল্যাট, অফ-পীক সময় এবং পীক সময় ধাপ (slab) -এ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার যথাক্রমে ৫.২৮ শতাংশ, ৬.৫৮ শতাংশ এবং ৩.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও ডিমান্ড চার্জ কি.ও. প্রতি ২.০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ১-ফেজ সংযোগের ক্ষেত্রে ১.০০ টাকা এবং ৩-ফেজ সংযোগের ক্ষেত্রে ২.০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

- মধ্যমচাপ, সাধারণ ব্যবহার (১১ কেভি) শ্রেণীর ফ্ল্যাট, অফ-পীক সময় এবং পীক সময় ধাপ (slab) -এ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার যথাক্রমে ৯.৭৪ শতাংশ, ৯.২৪ শতাংশ এবং ৫.৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে । এছাড়াও ডিমান্ড চার্জ কি.ও. প্রতি ২.০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ৫.০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

- উচ্চচাপ, সাধারণ ব্যবহার (৩৩ কেভি) শ্রেণীর ফ্ল্যাট, অফ-পীক সময় এবং পীক সময় ধাপ (slab) -এ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার যথাক্রমে ৯.৫০ শতাংশ, ৯.৯০ শতাংশ এবং ৫.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে । এছাড়াও ডিমান্ড চার্জ কি.ও. প্রতি ২.০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ১০.০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

- রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প শ্রেণীতে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার ৩.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও ডিমান্ড চার্জ কি.ও. প্রতি ২.০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ৫.০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

অনুচ্ছেদ ৪ ঃ কমিশনের নির্দেশনাসমূহ ঃ

অনুচ্ছেদ ৩ এর বর্ণনা অনুযায়ী খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের সাথে সাথে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালনের জন্য কমিশন ওজোপাডিকোকে আদেশ দিচ্ছে ঃ

(১) কমিশন এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছে যে, ওজোপাডিকো-এর পুরাতন বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান, সিস্টেম লস কাঙ্খিত মানে কমিয়ে আনাসহ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তা দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিত করতে হবে।

(২) কমিশন আদেশ করছে যে, দেশে বিরাজমান বিদ্যুৎ ঘাটতির প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনীতিকে চলমান রাখতে এবং লোড শেডিং-এর কারণে জনগণের দুর্ভোগ লাঘব করতে ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট (Demand Side Management) এর নীতি অনুসরণক্রমে বিদ্যুৎ বিতরণ দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। জনসাধারণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এব্যপারে সহযোগিতা করার জন্য ওজোপাডিকো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) ওজোপাডিকো-এর অ্যাকাউন্টস রিসিভেব্‌লস জুন, ২০০৮ সালে ১,১৪৭.৮৫ মিলিয়ন টাকা যা ৩.১৭ মাস বিদ্যুৎ বিক্রয়ের সমান। সাধারণত এই বকেয়ার মান (standard) হল ২ (দুই) মাসের বিক্রয়ের সমপরিমাণ। আগামী ৩ বছরের মধ্যে এটি ২ মাসের পরিমাণে কমিয়ে আনতে হবে। এ বিষয়ে একটি পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচী গ্রহণ করে সে মতে বকেয়া আদায়ের অগ্রগতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করতে হবে। জুন ৩০, ২০১০ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রথম রিপোর্টটি জুলাই ৩১, ২০১০ তারিখের মধ্যে কমিশনে দাখিল করতে হবে।

(৪) ডিসেম্বর ৩১, ২০১০ তারিখের মধ্যে সকল ভোক্তাশ্রেণীকে উপযুক্ত মিটারিং এর আওতায় আনতে হবে এবং তিন মাস অন্তর অন্তর বাস্তব অগ্রগতি প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করতে হবে। এছাড়াও প্রী-পেইড মিটারের ব্যবস্থা করা এবং কীভাবে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে তার পরিকল্পনা তিন মাসের মধ্যে কমিশনকে জানাতে হবে ।

(৫) পরিকল্পিত লোড শেডিং সম্পর্কে গ্রাহকগণকে আগাম নোটিশ প্রদান করতে হবে। বিদ্যুতের লোড শেডিং এর তথ্যসম্বলিত ত্রৈমাসিক বিবরণ কমিশনকে দিতে হবে এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটসহ দুটি বহুলপ্রচারিত জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকায় প্রচারের মাধ্যমে ভোক্তাগণকে তা অবহিত করতে হবে। ওজোপাডিকো-এর খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার বিষয়ে ইতোপূর্বে কমিশনকর্তৃক জারীকৃত আদেশ # ২০০৯/০৫ -এ প্রদত্ত শর্ত -৫ এর অতিরিক্ত হিসেবে এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৬) দক্ষ ভান্ডার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অতীতের মালামাল ব্যবহারের ধারা পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুসারে Slow moving item এবং Fast moving item ক্রয় করে ভান্ডারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতি বছর ইনভেন্টরীর অনুলিপি কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সে সাথে প্রতিটি আইটেমের পূর্বের পাঁচ (৫) বছরের ব্যবহারের ধারা (Trend of utilization) কমিশনকে প্রদান করতে হবে।

(৭) সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি বছর ৩১ জানুয়ারী তারিখের মধ্যে বিগত ৬ (ছয়) মাসে সম্পন্ন ও আগামী ৬ (ছয়) মাসে অনুষ্ঠেয় প্রশিক্ষণের বিবরণ কমিশনে পাঠাতে হবে।

(৮) ভোক্তাদের জন্য অভিযোগ বই খুলতে হবে এবং যথাসময়ে অভিযোগ নিস্পত্তি করে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অভিযোগ নিরসন সম্পর্কিত তথ্য কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

(৯) চালু অবকাঠামোর দুর্বলতার কারণে ভোক্তাদের দুর্ভোগের পরিমাণ লাঘবের লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে ।

(১০) ওজোপাডিকো-এর নিজস্ব এলাকায় বিকল্প জ্বালানীর উৎস হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ মেটানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। জানুয়ারী ২০০৯ এ প্রকাশিত বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতিমালায় বর্ণিত উপায়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয়,

সহযোগিতা বিনিময়, বিধিনিষেধ পালন, জ্বালানী উৎস/পদ্ধতি বাছাই, সিডিএম সহ অন্যান্য উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করা যেতে পারে।

(১১) যথাসময়ে গ্রাহকদের বিল জারী করতে হবে এবং বিল জারীর অব্যবহিত পরেই বিল বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। এমনভাবে বিল বিতরণ করতে হবে যেন বিল পরিশোধের শেষ সময়সীমার অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বেই তা গ্রাহকের নিকট পৌঁছে।

বিইআরসি আদেশ # ২০০৯/০৫ তারিখ এপ্রিল ২৩, ২০০৯ এ দেয়া আদেশে অন্যান্য প্রতিপালনীয় বিষয়গুলোর কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে।

(ড. সেলিম মাহমুদ) 02/06/2010
সদস্য

(প্রকৌশলী মোঃ ইমদাদুল হক)
সদস্য

(সালাহউদ দীন আহমেদ)
সদস্য

(মোঃ মোখলেছুর রহমান খন্দকার)
সদস্য

(সৈয়দ ইউসুফ হোসেন)
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

মার্চ ০১, ২০১০ তারিখ থেকে কার্যকর ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিসট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) কর্তৃক বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণীকে সরবরাহকৃত খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার, সার্ভিস চার্জ এবং ডিমান্ড চার্জ এর পুনর্নির্ধারিত হার

ক্রমিক নং	গ্রাহক শ্রেণী	প্রতি ইউনিট মূল্যহার (টাকায়)	সার্ভিস চার্জ (টাকা/মাস)	ডিমান্ড চার্জ (টাকা/কি.ও./মাস)
১	২	৩	৪	৫
(১)	**শ্রেণী-এ ঃ আবাসিক** (ক) প্রথম ধাপ ঃ ০০-১০০ ইউনিট (খ) দ্বিতীয় ধাপ ঃ ১০১-৪০০ ইউনিট (গ) তৃতীয় ধাপ ঃ ৪০০ ইউনিটের অধিক	 ২.৬০ ৩.৩০ ৫.৬৫	১ ফেজ: ৬.০০ ৩ ফেজ: ২৭.০০	১২.০০
(২)	**শ্রেণী-সি ঃ ক্ষুদ্র শিল্প** (ক) ফ্ল্যাট (খ) অফ-পীক সময়ে (গ) পীক সময়ে	 ৪.৩৫ ৩.৫০ ৫.৯৫	৬৩.০০	৩৭.০০ (অনুমোদিত চাহিদা ৪০ কি.ও. এর উর্দ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
(৩)	**শ্রেণী-ই ঃ বাণিজ্যিক ও অফিস** (ক) ফ্ল্যাট (খ) অফ-পীক সময়ে (গ) পীক সময়ে	 ৫.৫৮ ৪.০৫ ৮.৪৫	১ ফেজ: ৬.০০ ৩ ফেজ: ২৭.০০	২২.০০
(৪)	**শ্রেণী-এফ ঃ মধ্যমচাপ সাধারণ ব্যবহার (১১ কেভি)** (ক) ফ্ল্যাট (খ) অফ-পীক সময়ে (গ) পীক সময়ে	 ৪.১৭ ৩.৪৩ ৭.১২	৩৫৫.০০	৪২.০০ (সর্বোচ্চ চাহিদার জন্য)
(৫)	**শ্রেণী-এইচ ঃ উচ্চচাপ সাধারণ ব্যবহার (৩৩ কেভি)** (ক) ফ্ল্যাট (খ) অফ-পীক সময়ে (গ) পীক সময়ে	 ৩.৯২ ৩.৩৩ ৬.৮২	৪১০.০০	৩৭.০০ (সর্বোচ্চ চাহিদার জন্য)
(৬)	শ্রেণী-জে ঃ রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প	৩.৯৮	২০৫.০০	৩৭.০০

২। অনুমোদিত উক্ত বিদ্যুৎ মূল্যহার, সার্ভিস চার্জ ও ডিমান্ড চার্জ মার্চ ০১, ২০১০ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

৩। অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণীর ক্ষেত্রে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার, সার্ভিস চার্জ ও ডিমান্ড চার্জ অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। সকল গ্রাহকশ্রেণীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান ন্যূনতম চার্জ, মূল্য সংযোজন করসহ খুচরা বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিদ্যমান অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

৫। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে।